

আইআইটি খড়্গপুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন পথ দেখাচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের প্রযুক্তি শিক্ষার মানচিত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হাত মিলিয়েছে আইআইটি খড়্গপুরের সঙ্গে — উদ্দেশ্য, বি.টেক কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ মাইক্রো-স্পেশালাইজেশন কোর্স চালু করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং-কে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎমুখী, ইন্ডাস্ট্রি-অ্যালাইনড শিক্ষা গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বহন করছে, এই উদ্যোগ সেই পথেই আরও একটি বড় পদক্ষেপ।

এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আইআইটি খড়্গপুরের সুপরিচিত অ্যাকাডেমিক ইকোসিস্টেম সরাসরি যুক্ত হচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.টেক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে। ফলে স্নাতকস্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তেই বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা — যা এই মুহূর্তের ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিরল।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার নতুন মাপকাঠি

টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ দ্য ফিউচার' কাঠামোর অধীনে এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু হচ্ছে। এতে একসঙ্গে যুক্ত থাকছে — আইআইটি খড়্গপুরের কোলাবরেটিভ কোর্স, Google Cloud-এর লার্নিং মডিউল, এআই-নির্ভর প্রজেক্ট-বেসড প্রশিক্ষণ এবং ইন্ডাস্ট্রি-ভিত্তিক কারিকুলাম। এর ফলে দেশের যে সব বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডাস্ট্রি-ইন্টিগ্রেটেড বি.টেক সিএসই প্রোগ্রাম চালাচ্ছে, তার অগ্রভাগে চলে এল টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় — বিশেষ করে যেখানে আইআইটি-স্তরের অ্যাকাডেমিক সহযোগিতা সরাসরি জুড়ে গেছে।

কোন কোন কোর্স থাকছে

এই সহযোগিতার অধীনে যে কোর্সগুলি চালু হচ্ছে —

- বি.টেক সিএসই
- বি.টেক সিএসই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং)
- বি.টেক সিএসই (ডেটা সায়েন্স)
- বি.টেক সিএসই (ক্লাউড কম্পিউটিং)

বিশ্ব জুড়ে এই মুহূর্তে যে সব প্রযুক্তি-দক্ষতার চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে — উদীয়মান প্রযুক্তি, ডিজিটাল ইনোভেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড-ভিত্তিক পরিকাঠামো — এই কোর্সগুলি ঠিক সেই বাজার মাথায় রেখেই তৈরি।

পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ সুযোগ

আইআইটি খড়্গপুরের সঙ্গে এই সহযোগিতার ফলে পড়ুয়ারা পাবেন একগুচ্ছ সুবিধা। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হবে আইআইটি খড়্গপুর আউটরিচ স্টুডেন্ট আইডি ও ইনস্টিটিউশনাল ইমেল আইডি। আইআইটি খড়্গপুরের শিক্ষকদের নেওয়া অনলাইন ক্লাস, প্রজেক্ট-বেসড প্র্যাকটিক্যাল মূল্যায়ন এবং কোর্স শেষে আইআইটি খড়্গপুরের সার্টিফিকেট — সব মিলিয়ে এই উদ্যোগ পড়ুয়াদের সামনে এক বিরল সুযোগের দরজা খুলে দিচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে আউটরিচ অ্যালামনাই স্ট্যাটাস এবং আইআইটি খড়্গপুরের নির্বাচিত কিছু অ্যাকাডেমিক রিসোর্স ব্যবহারের অনুমতিও।

মূলত, পড়ুয়ারা গবেষণা-নির্ভর শিক্ষা, বাস্তব সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি এবং ইন্ডাস্ট্রি-কেন্দ্রিক উন্নত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের সংস্পর্শে আসবেন — যা বিশ্ব প্রযুক্তি জগতের দ্রুত-বদলে-যাওয়া চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য জরুরি।

এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও চিফ ইনোভেশন অফিসার মেঘদূত রায়চৌধুরী বলছেন, "শিক্ষার ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে অর্থবহ সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সমন্বয়ের মধ্যে। আইআইটি খড়্গপুরের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আসলে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন — পড়ুয়াদের আমরা এমন সুযোগ দিতে চাই, যাতে তারা উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা, গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব ইন্ডাস্ট্রি-এক্সপোজার নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। আমরা চাই আমাদের পড়ুয়ারা শুধু একটা ডিগ্রি হাতে নিয়ে নয়, পরবর্তী প্রজন্মের বৈশ্বিক ইনোভেশনের নেতৃত্ব দেওয়ার আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতা নিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়বে।"

তিনি আরও বলেন, "অ্যাকাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যকার ফাঁকটা মুছে দেওয়ার চেষ্টা আমরা টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরন্তর করে যাচ্ছি। এআই-নির্ভর শিক্ষা, ক্লাউড প্রযুক্তি এবং আইআইটি খড়্গপুরের অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষকে আমাদের কারিকুলামে যুক্ত করে আসলে আমরা এমন একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করছি — যেখানে পড়ুয়ারা সত্যিকার অর্থে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল রূপান্তরের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।"

এআই ও প্রযুক্তি শিক্ষার ভবিষ্যৎ গড়ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ব ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই উদ্ভাবন-নির্ভর শিক্ষা, অত্যাধুনিক পরিকাঠামো এবং ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশনের জন্য পরিচিত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ডেটা সায়েন্স-এর উপর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরন্তর জোর সেই বিশ্ব প্রযুক্তি-ইকোসিস্টেমের পরিবর্তনশীল চাহিদাকেই প্রতিফলিত করে।

আজকের চাকরির বাজারে রিক্রুটাররা ক্রমেই এআই এক্সপার্টিজ, ক্লাউড কম্পিউটিং দক্ষতা এবং হ্যান্ডস-অন প্রজেক্ট-এক্সপিরিয়েন্সকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। সেই প্রেক্ষাপটে আইআইটি খড়্গপুরের সঙ্গে এই সহযোগিতা টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্লেসমেন্ট, উদ্যোক্তা-যাত্রা কিংবা উচ্চশিক্ষার পথে এক স্পষ্ট প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এনে দেবে — এমনটাই মনে করছে শিক্ষামহলের একাংশ।

২০২৬-এর ভর্তি শুরু

টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বি.টেক প্রোগ্রামের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া এখন চালু রয়েছে। যাঁরা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, এআই অ্যান্ড এমএল, ডেটা সায়েন্স বা ক্লাউড কম্পিউটিং-এ গড়তে চান নিজেদের ভবিষ্যৎ — তাঁদের সামনে এখন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ, যেখানে আইআইটি খড়্গপুরের অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ মিশে যাচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন-চালিত পরিবেশের সঙ্গে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল রূপান্তরের ভবিষ্যতকে নেতৃত্ব দিতে পারে — এমন বিশ্বমানের ইঞ্জিনিয়ার তৈরির পথে এই উদ্যোগ যে এক বড় পদক্ষেপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।